# দেশী শিম উৎপাদন কৌশল

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

শিম বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শীতকালীন সবজি। শিমে শর্করা, প্রোটিন এবং ভিটামিন বি ও সি আছে। এর পরিপক্ক বীজে প্রচুর আমিষ ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ আছে। শিম হচ্ছে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। ছোট বড় সবাই এই সবজি খেতে পছন্দ করে। শিম ভাজি, ভর্তা ও তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। শিমের বীচি শুকিয়ে অনেক দিন পর্যন্ড় সংরক্ষণ করা যায় এবং তা ভেজে খাওয়া যায়।

## উন্নত জাত সমূহ

বারি শিম-১ , বারি শিম-২, বারি শিম-৩ (গ্রীস্মকালীন), বারি শিম-৪, বারি শিম-৫, বারি শিম-৬।

## জমি তৈরি

১. শিম চাষের আগে জমি খুব ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। জমি ও মাটির অবস্থা বুঝে ৪-৬টি চাষ ও মই দিতে হবে।
২. বসত বাড়ীতে শিম চাষ করতে হলে ৯০ সে.মি. চওড়া ও ২৫ সে.মি. গভীর করে ২-৩টি মাদা তৈরি করতে হবে।
৩. প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে।
৪. জমিতে চাষের সময় ২ মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে।

## বীজ বপন

১. আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস (মধ্য জুন থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর) শিমের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।
২. প্রতি বেডে ২ থেকে ৩ মিটার দূরে দূরে মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে।
৩. বীজ কিছুটা গভীরতায় বপন করতে হবে। তাহলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হবে এবং পাখি বীজ নষ্ট করতে পারবে না।

## সার প্রয়োগ

মানসম্পন্ন ফলন পেতে হলে শিম চাষের জমিতে যতটুকু সম্ভব জৈব সার যেমন গোবর ও আবর্জনা পচা সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে মাটির ধরণ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে জৈব সার ব্যবহার করলে মাটির গুণাগুণ ও পরিবেশ উভয়ই ভালো থাকবে। নিম্নে শিম চাষে হেক্টরপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমান ও পদ্ধতি দেয়া হলো:

| সার | মোট পরিমাণ | শেষ চাষের সময় প্রয়োগ | বপনের/রোপণের সময় মাদায় প্রয়োগ | বপনের ৩০ দিন পর মাদায় উপরি প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|
| গোবর | ১০ টন | সব | - | - |
| ইউরিয়া | ২৫ কেজি | - | ১২.৫ কেজি | ১২.৫ কেজি |
| টিএসপি | ৯০ কেজি | - | সব | - |
| এমপি | ৬০ কেজি | - | ৩০ কেজি | ৩০ কেজি |
| জিপসাম | ৫ কেজি | সব | - | - |
| বোরাক্স | ৫ কেজি | সব | - | - |

## চাষের সময় পরিচর্যা

১. চারা গজালে প্রতি মাদায় ১-২টি সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।
২. গাছ ২০-৩০ সে:মি: উঁচু হলেই বাউনী দিতে হবে এবং মাচা তৈরী করে শিম গাছকে তুলে দিতে হবে। চারা গাছ মাচায় উঠা পর্যন্ড় গেড়ার দিকে যেন না পেচাতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। গোড়া পেচাতে না দিলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন প্রায় ১০-১৫% বেশী হয়।
৩. জমিতে আগাছা থাকলে পোকামাকড়, রোগজীবাণু ও ইঁদুরের আক্রমণ বেশি হয়। তাই জমিতে আগাছা জন্মালে তা তুলে ফেলতে হবে।
৪. পুরাতন পাতা ও ফুল বিহীন ডগা ও শাখা কেটে ফেলতে হবে।
৫. চাষের সময় জমিতে রসের অভাব হলে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।
৬. বীজ বপনের সময় বৃষ্টি থাকতে পারে। তাই গাছের গোড়ায় যেন পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, Email: mnas1976@gmail.com August 2013.
Last Updated: July, 2014
Source: BARI Handbook,2011, www.infokosh.gov.bd

# দেশী শিম উৎপাদন কৌশল

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

## রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

| রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন | প্রতিকার | বালাইনাশকের উৎস |
|---|---|---|
| রোগের নাম- পাতার দাগ পড়া রোগ<br>লক্ষণ- প্রথমে পাতায় খুব ছোট ধূসর বাদামী দাগ দেখা যায়। পরে দাগগুলো বড় হয় ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় ও হলুদ আকার ধারণ করে এবং পাতা ঝরে যায়। | রোগের মাত্রা বেশী হলে ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে। | |
| রোগের নাম- এনথ্রাকনোজ<br>লক্ষণ- বীজ বাহিত এক ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এনথ্রাকনোজ রোগ হয়। শিমের গায়ে কালো দাগ এবং শিমে গর্ত হওয়া এ রোগের লক্ষণ। এর আক্রমণের ফলে কচি শিমের আকার ছোট হয় বা কুঁকড়ে যায়। সাধারণত: আর্দ্র আবহাওয়া, ধূলা, বৃষ্টি এবং চলমান কোন বস্তু দ্বারা এই রোগ ছড়ায়। | ১. টিল্ট ২৫০ ইসি (Tilt-250 EC) ০.৫ মিলি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। | সিনজেনটা |
| রোগের নাম- পাউডারী মিল্ডিউ<br>লক্ষণ- পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে দাগগুলো বড় ও বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত লতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, ফল ঝরে পড়ে এমনকি সম্পূর্ণ গাছ মরে যায়। সাধারণত: মৌসুমের শেষের দিকে এই রোগ দেখা যায়। | ১. জমির আশে পাশে কুমড়া জাতীয় অন্য যে কোন রকমের সবজি চাষ থেকে বিরত থাকা।<br>২. আক্রান্ত পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা।<br>৩. থিয়োভিট ৮০ ডবি- উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন। | সিনজেনটা |
| | এমকোজিম ৫০ ডবলিউপি ৭০-৭৫ এম.এল / বিঘতে(৩৩ শতাংশ) ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। | এ সি আই |
| | হেকোনাজল ৫ ই সি ২০০ মি লি প্রতি একরে (১ মিলি/ ১ লিটার পানিতে) স্প্রে করতে হবে। | পদ্মাওয়েল কো. লি. |
| রোগের নাম- মোজাইক<br>লক্ষণ- কচি চারার বীজপত্র হলুদ হয় এবং চারা নেতিয়ে পড়ে। কচি ডগা জটলার মত দেখায়। আক্রান্ত পাতা ছোট, বিবর্ণ, বিকৃত ও নীচের দিকে কুঁকড়ানো হয় এবং শিরা-উপশিরাও হলুদ হয়ে যায়।<br> | ১. আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করতে হবে।<br>২. ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।<br>৩. বাহক পোকা সাদা মাছি দমন করতে হবে (একতরা ২৫ ডবি- উজি- ২.৫ গ্রাম একতারা প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে) | সিনজেনটা |
| রোগের নাম- ডাউনি মিল্ডিউ<br>লক্ষণ- এর জন্য গাছের পাতা ধূসর হয়ে যায়। পাতায় সাদা পাউডার দেখা যায়। | ১. থিয়োভিট ৮০ ডবি- উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন। | সিনজেনটা |
| পোকার নাম- জ্যাসিড পোকা<br>ক্ষতির ধরন- পূর্ণবয়স্ক জ্যাসিড পোকার গায়ের রঙ সবুজ এবং ২ মি.মি. লম্বা। পাতার নিচের দিকে জ্যাসিড পোকার নিম্ফ দলবদ্ধভাবে থাকে। প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক জ্যাসিড নিম্ফ গাছের কোষ থেকে রস শোষণ করে। জ্যাসিডের আক্রমণে প্রথমে পাতার কিনারা হলুদ রঙ ধারণ করে এবং পাতা কুঁচকে যায়। | ১. হাত জাল দিয়ে পোকা সংগ্রহ করা।<br>২. আক্রান্ত গাছে ছাই ছিটানো।<br>৩. আক্রমনের তীব্রতা বেশী হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি এডমায়ার অথবা সবিক্রন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। | |
| পোকার নাম- ফল ছিদ্রকারী পোকা<br>ক্ষতির ধরন- এটি হচ্ছে নরম তুলতুলে বাদামী রঙ এর অতি ক্ষুদ্র আকারের এক ধরণের পোকা। প্রথমে এ পোকা শিমের উপরের অংশ খায়, পরে ফলছিদ্র করে এবং ভিতরের বীজসমূহ খায়। | আক্রমনের তীব্রতা বেশী হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি রিপকর্ড মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। | |

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, Email: mnas1976@gmail.com August 2013.
Last Updated: July, 2014
Source: BARI Handbook,2011, www.infokosh.gov.bd

# দেশী শিম উৎপাদন কৌশল

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

| রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন | প্রতিকার | বালাইনাশকের উৎস |
|---|---|---|
| পোকার নাম- থ্রিপস পোকা<br>ক্ষতির ধরন- এই পোকার আক্রমণে শিমের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। বিশেষত ভালো আবহাওয়ায় এই পোকা শিম গাছের ক্ষতিসাধন করে থাকে। পূর্ণাঙ্গ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক থ্রিপস পাতা থেকে রস চুষে খায়। পাতার মধ্য শিরার কাছাকাছি এলাকা বাদামী রঙ ধারণ করে ও শুকিয়ে যায়। নৌকার খোলের মতো পাতা উপরের দিকে কুঁকড়িয়ে যায়। গাঢ় বাদামী রঙয়ের পূর্ণাঙ্গ থ্রিপস পোকা খুবই ছোট, সরু ও লম্বাকৃতির। খালি চোখে কোনমতে এদের দেখা যায়। | ১. আক্রান্ড় পাতা, ডগা, ফুল পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।<br>২. একতারা ২৫ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ২.৫ গ্রাম একতারা প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাব গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।<br>৩. পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। | সিনজেনটা |
| পোকার নাম- জাব পোকা<br>ক্ষতির ধরন- পূণবয়স্ক ও নিম্ফ উভয়েই পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোঁটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে গাছ প্রথমে দুর্বল ও পরে হলুদ হয়ে যায়।গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মরে যায়। | ১. আক্রান্ড় পাতা, ডগা, ফুল পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।<br>২. একতারা ২৫ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ২.৫ গ্রাম একতারা প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাব গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।<br>৩. পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। | সিনজেনটা |
| | টিডো ২০ এস.এল-১০০-১০৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। | এ সি আই |

## ফসল সংগ্রহ

অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী) মাস পর্যন্ড় কাঁচা শিম সংগ্রহ করা যায়।

## উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ

প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমি থেকে প্রায় ১৫০০-৩০০০ কেজি শিম পাওয়া যায়।

## বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

শিম পেকে গেলে খোসা বাদামী রঙ ধারণ করে শিরাগুলো আরো স্পষ্ট হয়। আঙ্গুলের চাপ দিলে বীজ যদি শক্ত মনে হয় তখন ফসল সংগ্রহ করতে হবে। ভালো ও পুষ্ট গাছ বাছাই করে ফল ছিঁড়ে ভালোভাবে শুকাতে হবে। তাপরপর লাঠি দিয়ে ভালোভাবে পিটিয়ে বা হাত দিয়ে বীজ বের করতে হবে। বীজ যাতে ফেটে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বীজ ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে ঝাড়াই করে ১০% আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করতে হবে।

আরো বিস্ড়ারিত জানতে কল করুন ১৬২৫০ নম্বরে
ভিজিট করুন www.ekrishok.com ওয়েবসাইটে

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, Email: mnas1976@gmail.com August 2013.
Last Updated: July, 2014
Source: BARI Handbook,2011, www.infokosh.gov.bd